দৈনিক ইনকিলাব 009

তারিখ 31 JAN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

বিদ্যালয় পরিদর্শনের সমস্যা সমাধানের উপায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এ ধরনের পদবী সাধারণতঃ লাইন কর্তৃত্বের অধিকারী প্রশাসক বা নির্বাহীদের পদবী, স্টাফ দায়িত্ব পালনরত উপদেষ্টা বা শিক্ষা পরিদর্শকদের পদবী নয়। এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা প্রশাসন ও পরিদর্শন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। ইংল্যাণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত নির্বাহী কর্মকর্তাদের পদবী শিক্ষা কর্মকর্তা কিন্তু যাঁরা পরিদর্শনের কাজ করেন তাঁদের পদবী হলো উপদেষ্টা (এডভাইজার) বা সংগঠক (অরগানাইজার)। জাপানের শিক্ষা বোর্ডসমূহের শিক্ষা প্রশাসনের সংগঠনে যাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন তাঁদের পদবী হলো পরিদর্শক (সিদোসুজি)। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য শিক্ষা বোর্ডের প্রশানিক সংগঠনে যাঁরা পরিদর্শনের কাজ করেন তাঁদের পদবী হলো পরিদর্শক (সুপার-ভাইজার)। এঁরা লাইন কর্মকর্তা নন, তাঁরা বিদ্যলয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্টাফ কর্মকর্তা হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের সংগে একযোগে কাজ করেন। কোন নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন না। এঁদের কর্তৃত্বের মূল চাবিকাঠি, পেশাগত দক্ষতা, ব্যক্তিগত গুণাবলী ও মানবিক সম্পর্কে কলা-কৌশল বিষয়ক নৈপুণ্য এবং এঁদের মূল কাজ হলো শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের শিক্ষকতা দক্ষতার ক্রমোন্নয়নে সাহায্য করা। তাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা আসলে প্রশাসক এবং এঁদের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে বিশুদ্ধ পরিদর্শন সহায়তা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিশেষ পরিদর্শকের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শনের বর্তমান ব্যবস্থায় যাঁরা পরিদর্শনের কাজ করেন তাঁরা মূলতঃ সাধারণ পরিদর্শক। বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নে সাধারণ পরিদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ সাধারণ পরিদর্শকের পক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্যের সংগে সংগতি রেখে বিবিধ পরিদর্শন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। এ সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত বিবিধ বিষয়াবলীর শিক্ষাদানে প্রত্যকটি বিষয়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার কারণ প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ পরিদর্শকের এমন পরিদর্শক কোন না কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞতা ক্ষেত্রের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। আমাদের বর্তমান পরিদর্শন ব্যবস্থায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে উপেক্ষিত। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়টি বিশেষভাবে উপেক্ষিত। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন আমাদের কাম্য হলে অবশ্যই পরিদর্শন ব্যবস্থায় বিশেষ পরিদর্শকের সংস্থান করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে চালু আছে। তাই আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদর্শনে বিশেষ পরিদর্শকের অভাব একটি বিরাট সমস্যা যার সমাধান প্রয়োজন।

মু. রিয়াজুল ইসলাম

সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ

উপরে সনাক্তকৃত সমস্যা দু'টি বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মৌলিক সমস্যা। ঐ দু'টি সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের সুষ্ঠু ভিত্তি রচনা করা সম্ভব। নিচে ঐ দু'টি সমস্যার কিভাবে আশু সমাধান সম্ভবপর তা আলোচনা করা হলো।

ক. পরিদর্শন শাখার সংস্থাপন ঃ

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক সংগঠন যাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ করেন তাঁরা মূলতঃ প্রশাসক ও লাইন কর্মকর্তা। শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে তাঁরা পরিদর্শন সাহায্য দেন। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশে এটা বাঞ্ছনিয় নয়। শিক্ষক হিসাবে তাঁদের মানবীয় সম্পদের বিকাশে ও পেশাগত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দক্ষ উপদেষ্টা সার্ভিসের। পরিদর্শন বা শিক্ষা পরিদর্শন আজ জ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্র এবং সেই ধারণা অনুসারে বিদ্যালয় পরিদর্শন এমন একটি বিশেষ ধবনের কাজ যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের শিক্ষকতা বিকাশের বিষয়টির সুরাহা করে। এটি নির্বাহীমূলক কাজের অঙ্গ হিসাবে নয় বরং বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে উপদেষ্টা বা স্টাফ সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রশাসনের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে। তাই, আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করতে হলে প্রশাসনিক সংগঠনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। প্রশাসনিক কার্য প্রশাসক বা নির্বাহীরাই করবেন, পরিদর্শনের দায়িত্ব দিতে হবে স্টাফ কর্মকর্তা স্বরূপ পরিদর্শকদের উপর। এ কাজ করার জন্য বর্তমানের আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তরের ইনস্পেক্টরদের পদবী পরিদর্শকের পদবীতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের কাজ হবে বিদ্যালয় পরিদর্শন ও অধস্তন পরিদর্শকদের তাঁদের কাজে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও উপদেশনা ও নির্দেশনা প্রদান করা।

এঁরা আঞ্চলিক পরিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কাছে তাঁকে কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন। অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিদর্শনকে প্রকাশনিক কার্যের নিগুঢ় থেকে মুক্ত করা যাবে এবং ফলপ্রসূ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের অবকাঠামো গড়ে উঠবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের পেশাগত উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য সত্যিকারের নেতা ও সহযোগীর সন্ধান পাবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোয়নের পথ সুগম হয়ে উঠবে।

খ. পরির্শন ব্যবস্থার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সাধারণ ও বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ ঃ

বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সাধারণ পরিদর্শকের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর কারণ সাধারণ পরিদর্শক একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে তাঁদের কাজ হলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবিধ বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় বিধান করা। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপ-পরিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সাধারণ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করে জেলা পর্যায়ের পরিদর্শকদের কাজের সমন্বয় সাধনকারী হিসাবে কাজ করতে পারেন। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের বিবিধ বিষয়ের বিষয়বস্তুসমূহ যাতে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় তার সুরাহা করার জন্য প্রয়োজন। বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক। যেহেতু ক্ষেত্র পর্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শন দায়িত্ব জেলা শিক্ষা অফিসের সেহেতু প্রশাসনিক সংগঠনের এই স্তরে বিষয় পরিদর্শক নিয়োগ করলে তা অধিকতর কার্যকরী হবে বলে লেখকের বিশ্বাস। তবে এ স্তরে যে সাধারণ পরিদর্শকের প্রয়োজন নেই একথা ভাবার তেমন কারণ নেই। আপতঃ দৃষ্টিতে স্টাফিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে যে সমস্যাটা দেখা যায় তা হলো পরিদর্শক সংখ্যা। কেননা, জেলা পর্যায়ে একই সঙ্গে সাধারণ পরিদর্শক এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ বাংলাদেশের জন্য একটি মিতব্যয়ী ধারণা বলে মনে হয় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য জাপানের উদাহরণ আমাদের জন্য একটি মডেল হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার মতো জাপানের শিক্ষা বোর্ডসমূহে সাধারণ পরিদর্শক ও বিশেষ পরিদর্শক নেই। সেখানে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীকে সাধারণ ক্ষেত্রের কার্যাবলী এবং বিষয় শিক্ষাদান ক্ষেত্রের কার্যাবলী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। এরপর প্রতি পরিদর্শককে সাধারণ ক্ষেত্রের এক বা একাধিক কার্যাবলীর এবং বিশেষজ্ঞতা অনুসারে এক বা একাধিক বিষয় পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ক্ষেত্র পর্যায়ে সাধারণ পরিদর্শনের বিষয়টির যেমন সুরাহা হবে তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত বহুবিধ বিষয়ের পরিদর্শন কার্যও সুনিশ্চিত করা যাবে।

এই ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ সুবিধা হলো যে, এতে করে সাধারণ পরিদর্শক ও বিশেষ পরিদর্শকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞতার তারতম্যের কারণে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা দেখা দেবে না। উপরস্থ পর্যায়ের সাধারণ পরিদর্শকেরাও ক্ষেত্র পর্যায়ের পরিদর্শকদের সঙ্গে কাজ করতে আরাম পাবেন। তাই লেখক মনে করেন যে, জেলা পর্যায়ে ঐ ধরনের বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ করা উচিত যাঁরা নিজ নিজ বিশেষজ্ঞতা অনুসারে একাধিক বিষয়ের দায়িত্ব ছাড়াও সাধারণ ক্ষেত্রের একাধিক কার্যাবলীর দায়িত্বসহ পরিদর্শন কাজ করবেন।

তাঁরা তাঁদের কাজের জেলা শিক্ষা অফিসারের কাজে জবাবদিহি করবেন।

৬. সমস্যা সমাধানের অসুবিধা

বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদর্শনের দু'টি মৌলিক সমস্যা সনাক্ত করে তা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়েও প্রাথমিক অসুবিধা দেখা দেবে এবং তা কাটিয়ে উঠতে পারার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র ফলপ্রসূ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

পরিদর্শক নিয়োগ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ ঃ

বর্তমান নিবন্ধ অনুসারে মাধ্যমিব বিদ্যালয় পরিদর্শনকে ফলপ্রসূ করতে হলে জেলা শিক্ষা অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগের প্রয়োজন। এ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ পরিদর্শক নির্বাচন করা বেশ একটি কঠিন বিষয়। সমস্যা এড়াবার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকদেরকে নির্বাচিত করে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। নিয়োগের পর ঐদেরকে অবশ্যই বিদ্যালয় পরিদর্শনের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে করে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে তাঁরা পরিদর্শন কার্য শুরু করতে পারেন। এঁদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ও আই, ই, আর, এর উপর প্রদান করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে উচ্চতরমানের পেশাগত চাহিদা সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করা এবং চাহিদা পরিপূরণে প্রয়োজনীয় সমর্থনদানের ব্যবস্থা করা। এ কাজ যথার্থ পরিদর্শন ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল সফলতার সঙ্গে করা যেতে পারে। তাই বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।